প্রাণ
চাচা চৌধুরী
আর ডেডলী ড্যান
Diamond
Comics
DB-575-Rs.15.00
U.S. $ 0.45
Bengali Download
Xclusives
Shounak
Presents
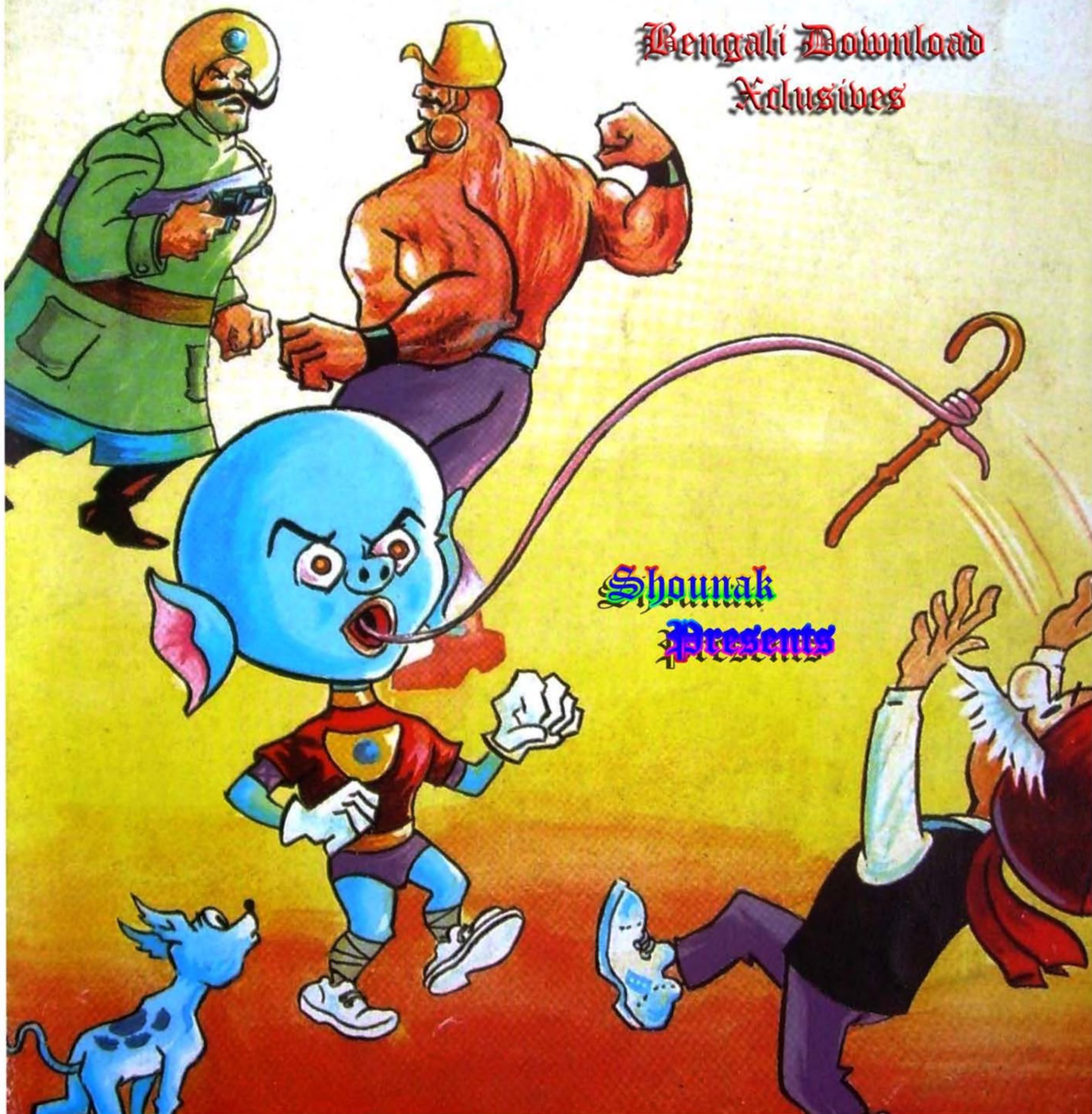
The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol. Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960 from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour, which directly tickles the laughter nerve of the reader.

- Publisher

তোমার ওটার ওপরে হিংস্র ড্র্যাগন আঁকা রয়েছে, যেটা দেখলেই আতংক লাগে... আর আমাদের ফুলদানীর ওপরে সুন্দর ফুল আঁকা রয়েছে।
না।

কেন ?

কারণ আমি তোমাদের কাঁদাতে চাই না।
আমরা তবুও বদলাবদলি করতে চাই।

যেমন তোমাদের ইচ্ছে। এই নাও।

এটা তো ভাঙা।
আমি ওটা আঁস্তাকুড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম।

চাচাজী। আমার কানের দুলটা একটু পরে দেখুন।

সাবু। তোমার কানের দুল আমার গলার হার হয়ে পড়েছে।
আপনি ঠিকই বলেছেন।

STD
ISD
FAX
আমি একটু ঘুরে আসছি।

STORES
সুটা। সামনে শিকার ... গাড়ী থামাও।

ম্যাডাম। নেকলেসটা খুলে দাও।
কর্পোরেশন
বাঁচাও... ডাকাত।

ভোট
দাঁড়াও। ভদ্রমহিলাকে কেন বিরক্ত করছ ?

সাঙাৎ। এই লোকটা নিজের গলায় যে সোনার হারটা পরে রয়েছে, সেটা এই ম্যাডামের নেকলেসের থেকে কয়েক গুণ বেশী দামী।
তাই ? ?

এটা এদিকে দাও। এটা তোমার গলায় ফালতু বোঝা হয়ে রয়েছে।

এটা বিক্রী করে কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যাবে।
হারটা বেশ ওজনদার লাগছে।
আমার নেকলেস তো বেঁচে গেল... কিন্তু ওরা আপনাকে লুটে নিয়ে গেল।
চিন্তা করবেন না। ওটা কোথাও যাবে না।

এক লম্বু রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে।
ওকে গাড়ীর চাকার তলায় পিষে দাও।

কড়াক্ ক্!
সরাট্ ট্!

তুমি আমাদের গাড়ী তুবড়ে দিয়েছ।
মারো ওকে।

পালা, মশার দল।
থড়াক্ ক্!
আ... আ... আ...!

কোহ
জুতো
ঘড়ি
ঐ দেখুন। কুণ্ডল ফেরত এসে গেছে।

সাবু। ওটা তুমি নিজের কাছেই রাখো। ওটা ওখানেই সুরক্ষিত থাকবে।

এক জায়গায়...।
শেঠ গুনগুনী... তোমার মুখ ভার হয়ে আছে কেন?
ড্যান সাহেব। আপনি কি দেশের বাজেট শোনেননি? অর্থমন্ত্রী বড় গাড়ীর ওপরে এক্সাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে আমাদের কোম্পানীর কোটি-কোটি টাকার লোকসান হবে।

আমরা ট্যাক্স সরিয়ে দেব। তুমি কি লাভের পঞ্চাশ শতাংশ আমাকে দেবে ?

এটা তো প্রচণ্ড বেশী, স্যার।
তবুও ট্যাক্সের থেকে কম। চিন্তা করে নাও।
রাজী আছি।

অর্থমন্ত্রী...।
মন্ত্রী। ড্যান স্পীকিং। গাড়ীর ওপর থেকে ট্যাক্স ফিরিয়ে নাও।
তাহলে দেশ চালাবার জন্য ট্যাক্স কার ওপরে লাগাব ?
সাইকেলের ওপরে। সাইকেলের সংখ্যা গাড়ীর থেকে বেশী। বেশী রাজস্ব আদায় হবে।

শাট আপ। সাইকেল হচ্ছে গরীব জনতার বাহন।

পরের দিন...।
অফিসে চলো।

অফিসের ফাইলের ওপরে একটু চোখ বুলিয়ে নিই।

ঠিক তখনই একটা গাড়ী দ্রুত গতিতে এসে মন্ত্রীর গাড়ীকে ওভারটেক করল।

স্যার। আপনার ড্রাইভার মারা গেছে। আপনি বেঁচে থাকতে চাইলে ঐ গাড়ীটায় উঠে বসুন।
ফোন

দেখো... তোমরা যা করছ, তার জন্য তোমাদের পস্তাতে হবে।

যতক্ষন না তুমি ট্যাক্স ফেরত নেবার পেপারে সই করছ, ততক্ষন তুমি এখানেই থাকবে।

কক্ষনো না। তোমরা কিছু বিজনেস হাউসের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছ।

ওদিকে।
সানরাইজ
ফ্লাট বাড়ী
চাচা চৌধুরী। অর্থমন্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। কিছু লোক ওনাকে জোর করে গাড়ীতে করে নিয়ে যেতে দেখেছে।

ইন্সপেক্টর মোজা। আমাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে চলুন।

উনি দেশের অর্থব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন আর উনি এক কুশল প্রশাসকও বটে।

ঘটনাস্হলে... ।
বেকারী
কেক পেস্ট্রী
অপহরণকারী লম্বা কোট পরে ছিল।
এটা আপনি কি করে জানলেন ?
AIRTEL
ও যেখান দিয়ে গেছে, সেই জায়গার মাটি ওর কোটের নীচের অংশ সাফ করে দিয়েছে।

অপহরণকারী নিজের গোঁফে মোম লাগায়।
মোম !

ওর গোঁফের একটা চুল এখানে পড়ে রয়েছে। মোম লাগাবার কারণে এটা শক্ত হয়ে রয়েছে।

রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা করা সহজ হয়ে পড়ে। অপহরণ ডেড্লী ড্যান করেছে। এই লম্বা গোঁফ ওরই।
* চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের থেকেও প্রখর।

অপহরণকারীদের আড্ডা পর্যন্ত পৌঁছনোটা অত্যন্ত জরুরী।

কিন্তু আমরা ভেতরে কি করে যাব ? ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য লোক থাকবে।
আমরা ভেষ বদল করে আর এক-এক করে ঢুকব, সাবু।

ডিং-ডং!
আমি ডোর বেল বাজিয়ে দিয়েছি।

বেটা, বাবা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছে। তোমরা কি মন্ত্রীকে দিয়ে কাজ করাতে চাও না ?
??

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমাদের কাজ কি করে করাবে ?

একবার মন্ত্রীমশায় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন আমি হিমালয় থেকে শেকড়-বাকড় এনে ওনার চিকিৎসা করেছিলাম। খুশী হয়ে উঠে উনি উপকারের বদলে কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবার সেই সময় এসে গেছে।

তোমার কথার মধ্যে ওজন আছে। ভেতরে ঢুকে এসো।

চীফ্! আমার মনে হচ্ছে যে, চিনির গুদামে ইঁদুর ঢুকে পড়েছে।
তাই যদি হয়, তাহলে আমি ওকে শুট্ করে দেব।
নমস্কার। আমাকে চিনতে পারছেন?
???

ওদিকে...।
ক্যাপ্টেন। আমার একটা হেলিকপ্টার চাই।
কিন্তু সাবু, তুমি তো হেলিকপ্টারের ভেতরে ঢুকতে পারবে না।
আমি ঝুলে-ঝুলে যাব।

ও আমাকে পশ্চিম দিকে উড়তে বলেছিল।

আমি ওকে সুরক্ষিত ভাবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেব।

ডেড্‌লী ড্যানের আড্ডায় জানলা দিয়ে এক তীব্র হাওয়া এল আর...।
ওহো হ!

ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দাও।
স্যার। আমি আগেই বলেছিলাম যে, ও এক বহুরূপী।

ধড় ড় ড় ড়!

আমাকে এখানেই নামতে হবে।

হু-হুবা!

র‍্যাট্ ট্ ট্!

ও হচ্ছে বাঁটকুলের সঙ্গী।

বড়া হ হ!
আরশোলা!
আঁআউগ্গউ!

তুমি আমার লোকেদের মেরেছ ?
ঠাঁয়!

ওহো হ! বুলেট শেষ।
টিক্! টিক্!!

ধড়াক্ ক্!
আমার খালি রিভলবারও আঘাত করতে পারে।

এই ভারী টেবিলটা তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

এটা সামলাও।

ক্র্যাশ্ শ্ শ্ শ্ শ্!

ক্র্যাশ্ শ্ শ্!

এ মারা গেছে।

এবার আপনি মুক্ত, স্যার।
ধন্যবাদ, চাচা চৌধুরী।

সেল
ওষুধ
মন্ত্রীমশায়। জনতা আপনার বাজেটের প্রশংসা করছে।

স্বর্গগঙ্গা

চাচাজী। আমার ছেলে চিটু হারিয়ে গেছে।

এসব কি করে হল, বিদ্যাবতী ?

সাবু। কিছুক্ষনের জন্য তোমার ঘুড়িটা আমাকে দাও।
কিন্তু আমি এটা ওড়াতে যাচ্ছি।
ওটার ওপরে মেসেজ লেখার পরে উড়িও।

চিন্টু! মা ডাক

চিন্টু! মা ডাকছে!
ছাড়ুন।

বাহ হ! ওটা অনেক ওপরে উঠে গেছে।

দূরে চিন্টু...।
এবার আমি বাড়ী ফিরব কি করে? আমি হারিয়ে গেছি।

ওহো। ঐ ঘুড়িটায় আমার নাম লেখা। আমার মা আমাকে খুঁজছে।

আমি যদি ঘুড়ির সুতোর দিকে হাটতে থাকি, তাহলে ঘুড়ি ওড়াতে থাকা লোকটার কাছে পৌঁছে যাব।

সুতো ঐ বাড়ীটার পেছনের দিক থেকে আসছে।

মা !
চিন্টু !

মা-বেটার মিলন হয়ে পড়েছে... এবার আমি চলি।

এবার আমি এই ঘুড়িটা ওড়াব।

এক জায়গায়।
হো! হো!! এক শিকার আসছে।

এই সোনার নেকলেসটা আমাকে দাও।
বাঁচাও।

বাঁচাও।
আরে র র... দাঁড়াও।

এ্যাই লাল পাগড়ী। মাঝখান থেকে সরে যাও।
না।

ঠিক আছে। আমি তোমাকে স্বর্গগঙ্গা দেখাচ্ছি।

যে আমাকে বাধা দেয়, আমি তার এই অবস্থাই করি।

যাও আকাশে।

এবার তোমাকে কে বাঁচাবে ?

ধড়াম্ ম্!
আঈ ঈ ঈ !

মাড্যাম। আপনি এখান থেকে চলে যান... ক্যুইক।

বেঁটে বাটকুল। তুমি আমার কোমর ভেঙে দিয়েছ। ঈ-ঈ-ঈ-ঈ!

এবার আমি তোমাকে শেষ করে দেব।
তুমি এমনটা করতে পারো না।

কি বললে ?

আমি নই... ও বলেছে।
হ্যাঁ।

লাথি!

??!!

ও পাতাল গঙ্গায় চলে গেছে।

বজাম

চাচাজী। আজ আবহাওয়া বড়ই সুন্দর।

হ্যাঁ, সাবু। এজন্য তোমার কাকী আমাদের পকোড়া বানিয়ে খাওয়াবে।

একে এই গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে।
??

আমি ভাষা-বোতাম টিপছি, যাতে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

মিস্টার। আমি হচ্ছি চাচা চৌধুরী আর ও হচ্ছে আমার সঙ্গী সাবু। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
মার্শার্নি গ্রহ থেকে। আমাদের গ্রহের সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতার থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

আমার কম্যাণ্ডার বজাম আমাকে এখানকার লোকেদের শেষ করতে পাঠিয়েছেন... যাতে আমাদের গ্রহের জনতাকে এখানে আনা যায়।

আমার ক্ষিধে পেয়েছে... তাই আমি এটা নিচ্ছি।

আরে র র।
ওটা খাবার
জিনিষ নয়।

নাও, ছেড়ে
দিলাম।

তোমার অন্য হাতে ওটা কি ?
লংকা গুঁড়ো।
এটা তরকারীতে
মিশিয়ে খাওয়া
হয়।

ওটা খাবার
জিনিষ
হলে
আমাকে
দাও।

অ-আ!
ওর জিভ পুড়ে গেছে।
ও এক মাসের স্টক
একবারে খেয়ে
ফেলেছে।

মার্শান গ্রহের বাসিন্দার চিৎকারে পৃথিবী কাঁপতে লাগাল।

অ-আ-আ!

ভূমিকম্প।

পালাও।

বজামের যান পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উড়ে চলল।
বায়, প্রভু! সফল হয়ে ফিরুন।

গোটা ছায়াপথে আমার হুকুম চলে। সেটার অবহেলনা করার সাহস ঐ পৃথিবীবাসীর হল কি করে?

তুমি এক মঙ্গলবাসীকে কষ্ট দিয়েছ?
ভালো ভাবে কথা বল।
সাবু, শান্ত হও।

তুমি এর শাস্তি পাবে।
ঠাঁয় য়!

হতচ্ছাড়া। তুমি চাচাজীর ওপরে গুলি চালিয়েছ ?

সাবু রেগে উঠলে আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ে।

লম্বু, তুই নিজের প্রাণ বাঁচা।
ঠাঁয়!
জোর বেঁচে গেছি।

এই গেল তোমার হাতিয়ার।
ছটাক্!

আমি গুঁতো মেরেও তোকে ফেলে দিতে পারি।

আগে আমার বাঁ হাতের মজা চেখে দেখ।
ভড়াক্!
আ-আয়াউ!

ওহো হ। আমাকে বের করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।
কথা দাও যে, তুমি চলে যাবে।
কথা দিচ্ছি।

তুমি অতিথি হয়ে এলে স্বাগত জানাব আর সাম্রাজ্য স্থাপন করার ইচ্ছেয় এলে তোমার এই অবস্থাই হবে।

এসো, যাই।

ওরা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবী দখল করতে এসেছিল আর চলেও গেল।

লাভ-ক্ষতি

ঐ গরুটা বেশ নধর। ভালো দুধ দেয় নিশ্চয়ই।

হো ! হো ! ! সৌদাটা লাভেরই হল।

রকেট। এসো, তোমাকে ঘুরিয়ে আনি।
স্টোর্স

ওদিকে যেও না। ওদিকে গারা বদমাশ লোকেদের পোষা জন্তু কেড়ে নিচেছ।
তাই ? দেখতে হচেছ।

আজ থেকে এই কুকুরটা আমার বাড়ী পাহারা দেবে। দশ টাকা নাও... কুকুর এখন থেকে আমার।
কিন্তু...।

'না' বোল না... নয়তো আমার হাত দেখেছ ?

আমি এটা বলতে চাইছিলাম যে, একে তুমি বিনা পয়সাতেও নিতে পারো।

চলো। তোমার মালিক বদলে গেছে। এখন থেকে তুমি আমার কুকুর।

ভোঁ!
ভোঁ!!
বাঁচাও।

ধমাকা সিং। ও আমার অবস্থা খারাপ করে ছেড়েছে।
কে ?
ওর মাথায় লাল পাগড়ী ছিল।

ওর নাম হচ্ছে চাচা চৌধুরী।

ও তোমাকে ভাগাল কি করে ?
ওর কুকুর আমার পেছনে পড়ে গেছিল।

মালিক যেমন ধূর্ত, কুকুরও তেমনি শয়তান।

আমি এখুনি চৌধুরীকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও এমন কুকুর কেন পুষেছে ?

আমি জানি, এখন ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।

ঐ যে ও। সুযোগ না দিয়েই ওকে উড়িয়ে দিই।

নে, মর।
খ্রড় ড় ড় ড়!

গিয়ে ওর লাশ ওঠাই আর আণ্ডারওয়ার্ল্ডকে দেখাই যে, চাচা চৌধুরীর হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে গেছি।

???

হতচ্ছাড়া। তুমি আমার কাট-আউট নষ্ট করে দিয়েছ।
খ্রড়াক্!

এবার তোমার কাছে তোমার হাতিয়ার লাঠি নেই... এবার তুমি ঠিক মরবে।
ওহো হ হ! এ কী?
তুমি কোনদিনও শুধরোবে না।
?!
যাও।
এসো, সাবু... যাওয়া যাক।

ইয়ং জেনারেশন

দিলীপ। ঐ বুড়ীটাকে কুচলে দাও।

আপনি কোথায় যাবেন ?
আমি মন্দিরে গেছিলাম। বাড়ী ফিরছিলাম... তখনই এসব ঘটে গেল।

স্টোর্স
চলুন, আমি আপনাকে আপনার বাড়ী পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছি।
STD
I
P

দিলীপ। ঐ বুড়ীটা মরেনি।
আমি পুরো চেষ্টা করেছিলাম।

আমি তোমাকে দু লাখ টাকা তখনই দেব, যখন ঐ বুড়ী মরবে।
বুঝে গেছি, পল্টন।

এবার আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছি।
স্টোর্স
দেশী ঘি
মিষ্টি

নিন, নারকেলের জল খান। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়।

মোবাইল
বাহ হ। এটা সত্যিই সুস্বাদু।

আমি ওকে পেছন থেকে গুলি করে দিচ্ছি। ওর সাথী ওকে বাঁচাতে এলে ওকেও গুলি করে দেব।

জল শেষ... নারকেল ফেলে দিন।
খটাক্!

দিলীপ ব্যর্থ হয়েছে... এবার আমি নিজে তোমাদের মারব।
আমার নাতি গোলু।

কি ? গুরুজনেদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয় ?
আঁউ! আমাকে নীচে নামাও।

তোমার থেকে আমি এমন ব্যবহার আশা করিনি।

যেহেতু ও আপনার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাই ও সোনার মুর্গীকে মেরে ফেলে সব সোনার ডিম হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল।